NAJIB

TAREQUE

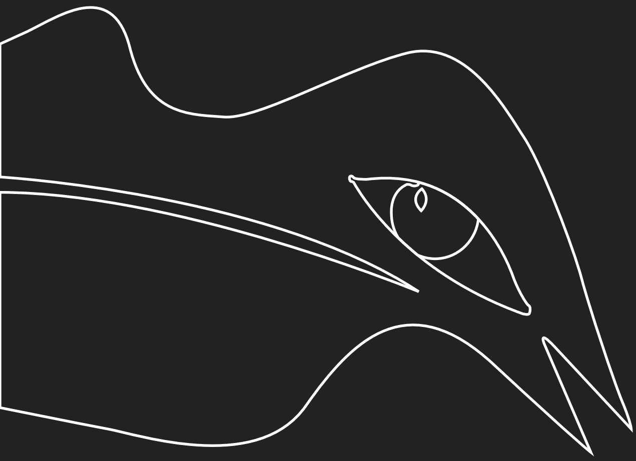

NAJIB

TAREQUE

Friday 3rd to 14th February 2023

gallerIKAYA
a contemporary art center

Exhibition sponsor

ADN GROUP

Published on the occasion of the solo art exhibition of Najib Tareque at Galleri Kaya.

© : Galleri Kaya, Dhaka

Published: February 2023
Photography: Galleri Kaya
Design: Kanai Chandra Mallick

Contact Galleri Kaya:
House 20 Road 16 Sector 4 Uttara Dhaka 1230, Bangladesh.
Mobile: +88 01754 755 246 01752 684 900
Tel: 88-02- 58956902 E-mail gallkaya@gmail.com

www.facebook.com/gallerikaya

Printed in Bangladesh.

ছাপচিত্রের আমি অথবা আমার ছাপচিত্র

নাজিব তারেক

মানুষের মৃত্যুর জন্য ইতিহাসের কাল, নিয়তি ও সে নিজে দায়ী

-কার্ল মার্কস

ক

চারুকলার ভর্তি ফরমে পছন্দের তিনটি বিভাগের নাম লিখবার চল, লিখলাম ১) ছাপচিত্র ২) ছাপচিত্র ৩) ছাপচিত্র।

খ

চারুকলায় সকলে শিল্পী হতে ভর্তি হয়, আমি ভর্তি হয়েছিলাম পড়া ফাঁকি দিতে। তাহলে কেন ছাপচিত্র, ছাপচিত্র, ছাপচিত্র?

ঐ যে **নিয়তি ও সে নিজে**। আমাদের কালে পড়া ফাঁকিবাজেরা হয় হতো খেলোয়াড় নয়তো পড়ুয়া পণ্ডিত। শৈশবে ও প্রথম কৈশোরে শারীরিক দূর্বলতার কারণে ছিলাম পড়ুয়া পণ্ডিত, একটু বড় হলে হলাম খেলোয়াড়। ঘটনাচক্রে রাজনীতির ভূত মাথায় ঢুকলে চারুকলাই পছন্দ হলো, অবশ্য তখন যদি পুষ্ঠিবিজ্ঞানের কথা জানতাম তাহলে হয়তো সেখানেই ভর্তি হওয়ার চিন্তা করতাম।

যে কালে পড়ুয়া পণ্ডিত ছিলাম, সে কালে ফরাসি বিপ্লব বিষয়ক কোনো এক লেখায় দ্যুমিয়ের নামক এক চিত্রকরের আঁকা ছবিতে চোখ আটকে গেল, লিথো ছাপাই সে ছবি আজও মগজজুড়ে, আরো কিছু পরে চিত্ত প্রসাদ ও সোমনাথ হোড়ের ছাপাই ছবির সাথে সাথে সোভিয়েত ও জার্মান ছাপাই ছবির চিত্রকরদের সাথেও পরিচয় হতে থাকলো, মামা কমরেডদের বইপত্র ও সোভিয়েত পত্রপত্রিকার সুবাদে। চারুকলায় ভর্তি ফরমে তাই ছাপচিত্র, এ ছবি ছড়িয়ে দেয়া যায় অনেকের মাঝে। (চারুকলার ভর্তির আগেই জেনে গেছি– ছড়াতে চাইলে এ কালে ইলাস্ট্রেশনই বেশি গণ-বিস্তারী)

যদিও তখনও চারুকলার ছাত্র হবো এমন কোনো ইচ্ছে মনে ও মগজে ছিলোনা, তবে নিয়তি ফ্রয়েড বর্ণিত অবচেতনে প্রস্তুত করছে আমাকে অনেক ভাবেই।

গ

চারুকলায় ভর্তির পর অধিকাংশ সময় কাটছে পাঠাগারে, সেখানেই জানছি দেখছি বিশ্বশিল্পের রূপ, রেখা ও রং, ছাপচিত্র তখন আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। কবিতা লিখবার খাতায় বলপেন আঁক দিতে শুরু করেছে। নব্বই আন্দোলনের উত্তাল সঙ্গী হয়ে সে সবই ব্যানার পেইন্টিং হয়ে ঝুলে পড়তে লাগলো ***নয় শিল্পী, সমকালীন তরুণ শিল্পী প্রকাশ, এক্সপ্রেশন, অবশেসন, জল রং-ও শিল্প, এসো করি ইনস্টালেশন, এসো করি পারফর্মেন্স, এসো গড়ি ছবির হাট***, ইত্যাদি প্রর্দশনীতে; তাতে যেমন Art means idea প্রচারিত হলো, তেমনি জানা হলো চারুকলায় দুটি গ্যালারি আছে, গ্যালারি আছে জাতীয় জাদুঘরে, গ্যালারি আছে শিল্পকলা একাডেমিতে।

ঘ

এতসব প্রচার ও জানাশোনার পর সকলে যখন শিল্পী হতে তৎপর আমি তখন ওয়েব মাস্টার হয়ে আবিষ্কার করছি ছড়িয়ে পড়ার আরো এক উপায়কে। বয়সকালে কোন কিছুকে পেশা হিসেবে নিতে হয়, পত্রিকার আর্টিস্ট হয়ে গেলাম। শিল্পী হতে গেলে শিক্ষক হতে হয়, সে আমার দ্বারা হবে না, পড়া ফাঁকি দিতে এসে শিক্ষক না হওয়াই ভালো। তাই শিল্প বাদ।

ঙ

কিন্তু নিয়তি ও আমি, শিল্পচর্চা বাদ দিলেও, স্কেচ খাতা আমার কাঁধে বসে থাকে সর্বদা। আমি রং-তুলি নিয়ে না বসলে কন্যার মেজাজ খারাপ, তাতে কন্যার মায়ের কন্যাকে নিয়ে যত যন্ত্রণা। এভাবেই জমতে থাকলো রঙিন কাগজ।

চ

ইলাস্ট্রেশনের প্রতি যে প্রেম ছিল তা চলে গেল, পত্রিকার চাকুরি তাই ছাড়ার ঘোষণা হলো। কিন্তু চাকুরি তো করতে হবে! নিয়তি টেনে নিলো ব্র্যান্ড মার্কেটিং জগতে। রাজনীতি, সমাজ, জীবনকে বোঝার নতুনতর পাঠ। এখানেই ভেন্ডর অথবা পার্টনার বিবিধ স্যাম্পল জমা দিতে থাকে– বস্, এই ম্যাটেরিয়ালটা যদি কোনো কাজে লাগান, অথবা আমরাই চেয়ে নিই বিবিধ স্যাম্পল। স্যাম্পলের ভিড়ে কিছু পিভিসি বোর্ডও ছিল, কাধে বসে থাকা স্কেচ খাতা একদিন বললো– কী হে ছাপচিত্র বিভাগের ছাত্র, অনেক তো কলম দিয়ে কাগজে ও মাউসকে কলম-তুলি বানিয়ে কম্পিউটার মেমোরিতে আঁকিবুকি করলে এবার একটু এন্টিকার্টারকে কলম বানিয়ে কিছু করবে নাকি? তো যেই ভাবা সেই কাজ, কিন্তু সেই ছাঁচ পড়ে রইলো বহুকাল।

ছ

মফস্বল থেকে আসা সাধারণ এই আমাকে আমিনুল ইসলাম ও মুর্তজা বশীর কেন প্রশয় দিতেন তা তাঁরা জানেন। হঠাৎ একদিন আমিনুল ইসলাম ক্ষেপলেন– বতেরোকে চেনো?

ছাপাই ছবির মজা নিচ্ছিলাম টি-শার্টে, বাংলাদেশ লেখা এক টি-শার্ট যে আজিজ মার্কেট গড়ে দেবে তা কে জানতো! দায় ঠেকাতে মুক্তিযুদ্ধের পোস্টার, ডাক টিকিটও ছাপতে হলো। কবিরা কেউ মাথায় তুলে নাচে তো কেউ পারলে পিটায়, টি-শার্টে আমার আঁকার পাশে তাদের কবিতা ছেপেছি বলে। এদিকে উপমহাদেশের প্রথম ই-কমার্স আর্ট ওয়েব পোর্টাল **জলরং ডট কম** ও স্ট্যানচ্যাট ব্যাংকের সিবি ব্রান্ড-মাস্টারির ফাঁকে ফাঁকে সিএসআর প্রজেক্ট– *ইম্প্রেশন* গ্যালারির (ব্যাংকের ভেতরেই) দায় পালন করতে গিয়ে বহু বছর পর শিল্পের সাথে কথাবার্তার কালে, এই প্রশ্ন নিয়ে আমিনুলের বন্ধু বশীরও যখন তাঁর সাথে যোগ দিলেন, তখন তা বড় ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দিলো!

জ

প্রশ্নের ধাক্কায় সবকিছু ছেড়ে দিয়ে শিল্পের মান ভাঙানোর চেষ্টা চলছে। তবে ২৪ ঘণ্টার ২৩ ঘণ্টাই কাটছে টিভিতে সিনেমা দেখে অথবা ঘুমিয়ে। আমি সেই স্কেচ খাতা থেকে খুব একটা বেরুচ্ছি না। কিন্তু শিল্পের মান ভাঙ্গাতে আমার আলসেমি থাকলেও গৃহকর্ত্রীর নেই। সহপাঠীদের সাথে মিলে প্রর্দশনী করে হৈচৈ ফেলেদিলেন তিনি। তিনি আঁকেন আর আমি চারুকলার 'টোকাই' চরিত্রে পুনরায় ফিরে যাই।

তিনি ভারত যাচ্ছেন প্রদর্শনী করতে, তিনিও ছাপচিত্রের ছাত্রী। ইচ্ছে হলো ছাপচিত্র নিয়ে যাবেন, কিন্তু ছাপচিত্র এক আয়োজনের ব্যাপার! তাহলে? হঠাৎ মনে পড়লো সেই পিভিসি টুকরোগুলোর কথা।

পরিত্যাক্ত গৃহ-নির্মান সামগ্রীর মধ্যে পাওয়া গেল কিছু পিভিসি বোর্ডের টুকরো, আরো কিছু পাওয়া গেলো ফ্রেমারের দোকান থেকে। গৃহকর্ত্রী কাটলেন কিছু ছাঁচ বা বানালেন ক'টি প্লেট, আমিও। তিনি ছাপ দিয়ে ছবি তুললেন ডাইনিং টেবিলের কাঁচকেই প্যালেট বানিয়ে। বেঁচে যাওয়া কালি দিয়ে আমার বানানো ছাঁচ থেকেও ছবি তুলে দিলেন। ২০০৭-৮ এ বানানো ছাঁচ ছবি হয়ে ফুটলো ২০১৭-তে। তিনি গেলেন ভারত সফরে, আমি বসে বসে বোর্ড কাটতে থাকলাম। সাতদিন পর তিনি ফিরে এসে দেখেন পঁচিশের অধিক ছাঁচ কাটা হয়েছে।

ঝ

এখন আর স্কেচ খাতায় তেমন আঁকিবুকি দেয়া হয় না। ইচ্ছে হলে কাগজে আঁকি, পিভিসি কাটি। ছাচ থেকে ছাপ নিয়ে ছবি তোলা হয় মাঝে মাঝে। তাতে শিল্পের মান ভেঙেছে কিনা জানা নেই। তবে এই ছাপাই ছবিওয়ালা এক ফেসবুক পোস্ট নজরে পড়লো চারুকলার অগ্রজ ও ***সমকালীন তরুণ শিল্পী প্রকাশ ৯০ ও ৯১***-এর সহযোদ্ধা গৌতম'দার, আর তাতে এই প্রর্দশনী।

১০ ডিসেম্বর ২০২২

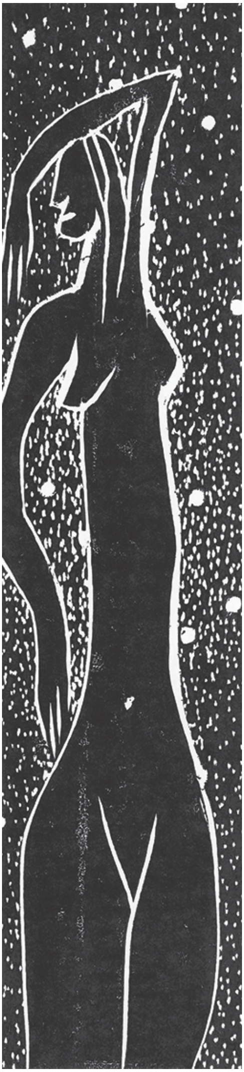

Untitled-1   Relief process   10.5cm x 44cm (4.5x17in)   2017

Untitled-2 Relief process 12.3cm x 29cm (5x11.5in) 2017

Untitled-3 Relief process 19cm x 28cm (7.5x11in) 2019

Untitled-4 Relief process 20.5cm x 28.3cm (8x11in) 2017

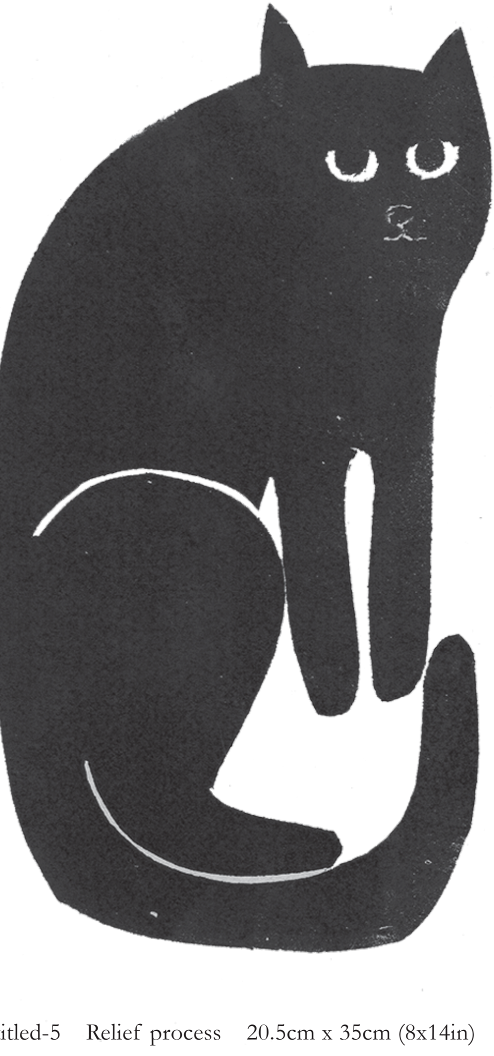

Untitled-5   Relief process   20.5cm x 35cm (8x14in)   2019

Untitled-6 Relief process 20cm x 28cm (8x11in) 2017

Untitled-7 Relief process 20cm x 28cm (8x11in) 2019

Untitled-8 Relief process 20cm x 28cm (8x11in) 2019

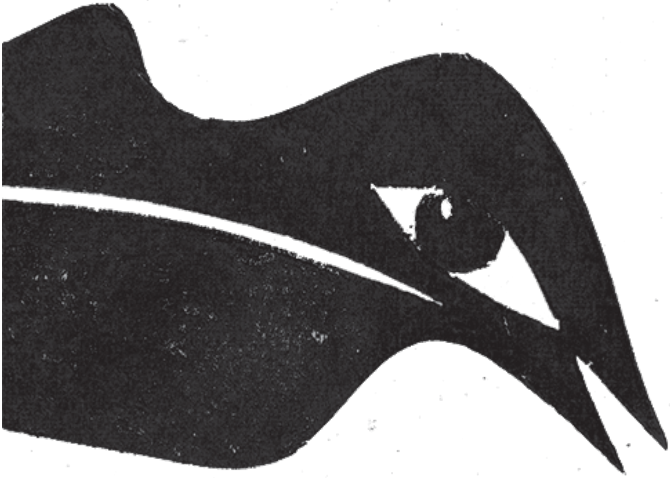

Untitled-9 Relief process 20cm x 35cm (8x14in) 2022

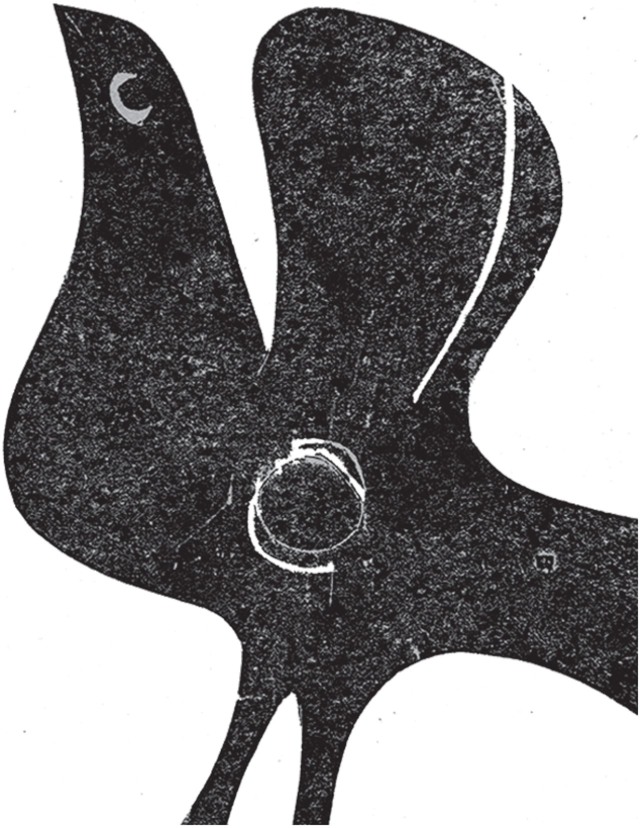

Untitled-10 Relief process 24.5cm x 34.5cm (9.5x13.5in) 2022

Untitled-11   Relief process   25.3cm x 38.3cm (10x15in)   2017

Untitled-12 Relief process 25.3cm x 38.3cm (10x15in) 2017

Untitled-13   Relief process   25.3cm x 38.3cm (10x15in)   2017

Untitled-14 Relief process 25.3cm x 38.3cm (10x15in) 2020

Untitled-15 Relief process 25.6cm x 30.2cm (10x12in) 2022

Untitled-16 Relief process 28.5cm x 28.5cm (11x11in) 2022

Untitled-17   Relief process   28.5cm x 35.5cm (11.5x14in)   2022

Untitled-18   Relief process   28.5cm x 35.5cm (11x14in)   2022

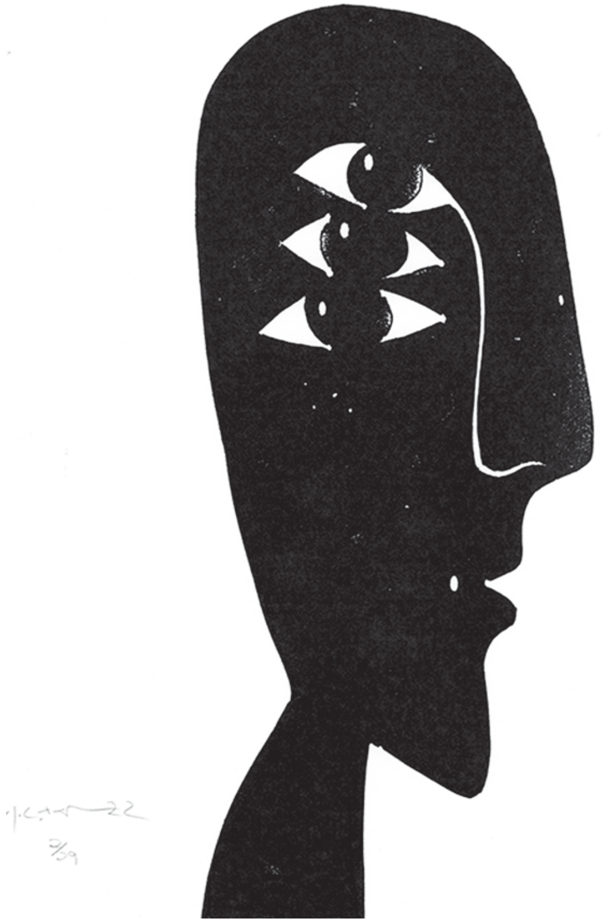

Untitled-19 Relief process 28.5cm x 40.2cm (11x16in) 2022

Untitled-20   Relief process   28.5cm x 40.2cm (11x16in)   2022

Untitled-21 Relief process 28.5cm x 40.2cm (11x16in) 2022

Untitled-22 Relief process 28.5cm x 40.2cm (11x16in) 2022

Untitled-23   Relief process   28.5cm x 40.2cm (11x16in)   2022

Untitled-24 Relief process 28.5cm x 41.5cm (11x16.5in) 2022

Untitled-25 Relief process 28.5cm x 45.5cm (11x18in) 2022

Untitled-26 Relief process 28.7cm x 42.8cm (11x17in) 2022

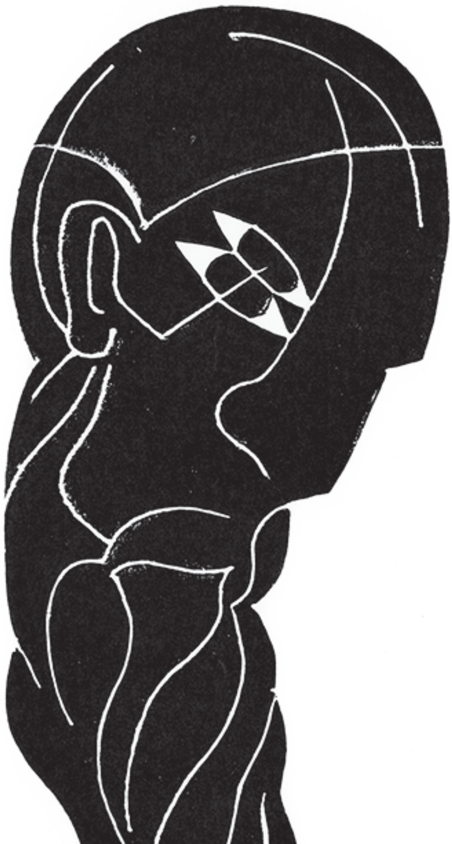

Untitled-27 Relief process 28cm x 28cm (11x11in) 2022

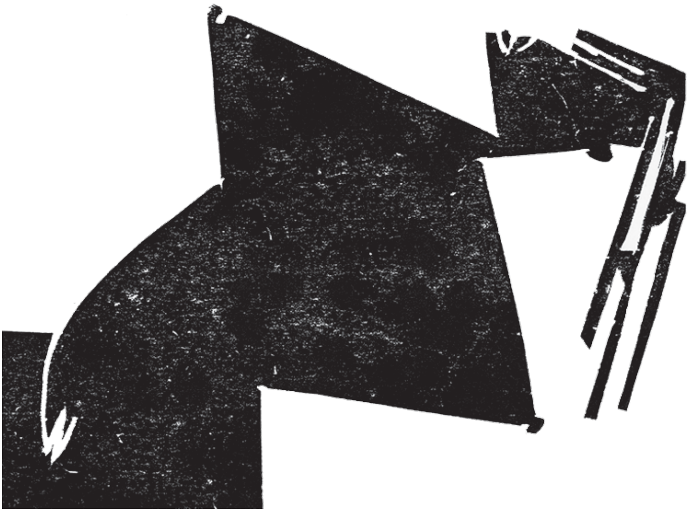

Untitled-28   Relief process   28cm x 28cm (11x11in)   2022

Untitled-29 Relief process 28cm x 28cm (11x11in) 2022

Untitled-30 Relief process 28cm x 28cm (11x11in) 2022

Untitled-31 Relief process 28cm x 37cm (11x14.5in) 2022

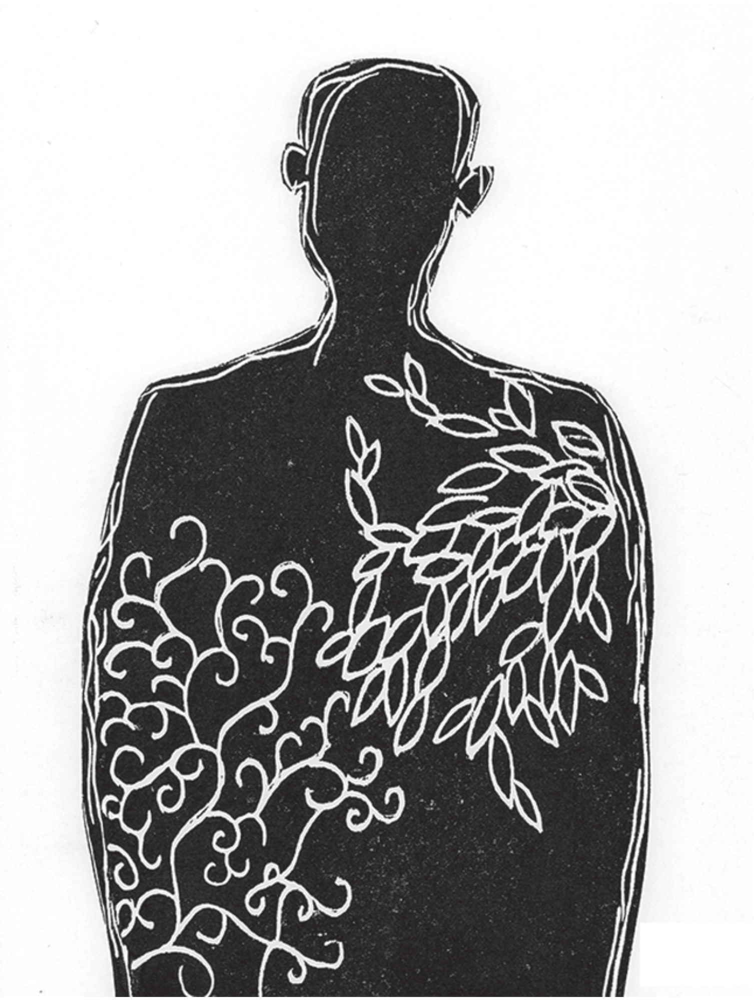

Untitled-32 Relief process 28cm x 37cm(11x14in) 2022

Untitled-33 Relief process 28cm x 37cm(11x14in) 2022

Untitled-34 Relief process 28cm x 44.5cm(11x17.5in) 2022

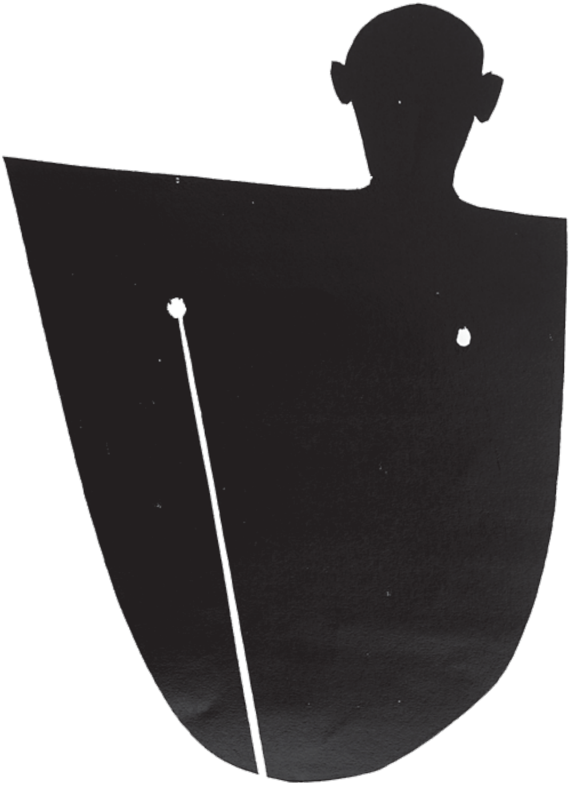

Untitled-35 Relief process 28cm x 44cm (11x17in) 2019

Untitled-36   Relief process   28cm x 44cm (11x17in)   2019

Untitled-37 Relief process 28cm x 44cm (11x17in) 2019

Untitled-38 Relief process 28cm x 44cm (11x17in) 2019

Untitled-39 Relief process 28cm x 44cm (11x17in) 2019

Untitled-40 Relief process 28cm x 44cm (11x17in) 2019

Untitled-41 Relief process 28cm x 44cm (11x17in) 2019

Untitled-42 Relief process 28cm x 44cm (11x17in) 2019

Untitled-43 Relief process 29.2cm x 45.5cm (11.5x18in) 2022

Untitled-44 Relief process 29.2cm x 45.5cm (11.5x18in) 2022

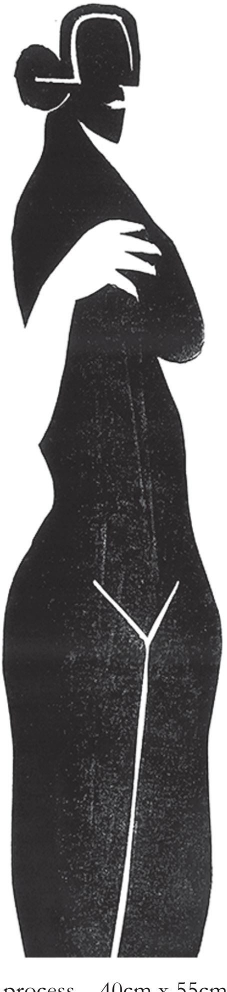

Untitled-45 Relief process 40cm x 55cm (16x21.5in) 2017

Untitled-46 Relief process 29cm x 45cm (11.5x18in) 2019

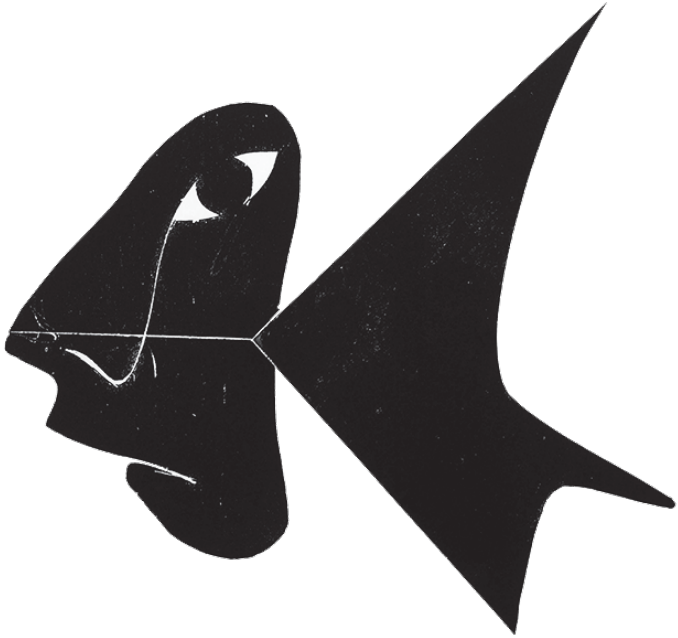

Untitled-47 Relief process 38.3cm x 25.3cm (15x10in) 2019

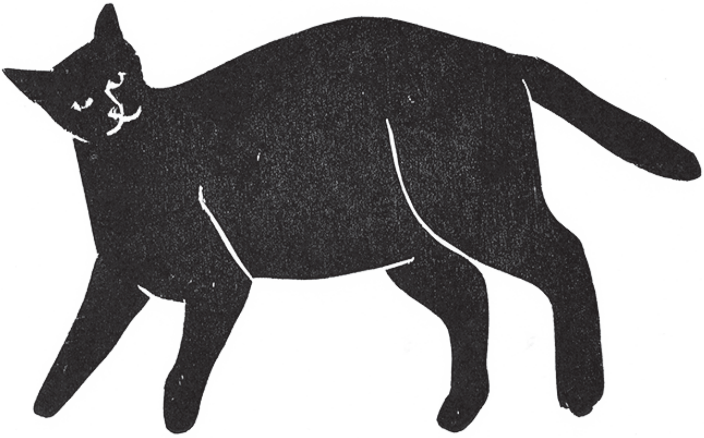

Untitled-48   Relief process   38.3cm x 25.3cm (15x10in)   2020

Untitled-49   Relief process   41cm x 28.8cm (16x11in)   2022

Untitled-50 Relief process 28cm x 28cm (11x11in) 2022

Untitled-51 Relief process 28cm x 28cm (11x11in) 2022

Untitled-52 Relief process 44cm x 28cm (17x11in) 2022

Najib Tareque: The Contrarian of the Art World

Najib is an artist who has flirted with many things unconventional. Perhaps there is only one serious artist in the country who also has close to a decade of multinational banking experience under his belt. Yet, his movements through a series of (apparently) contradictory fields of crafts in the past few decades have one thing in common: He brings his art wherever he goes!

While a 1987 entrant of the Institute of Fine Arts at Dhaka University, his love affair with the world of visual art dates back much earlier, to his formative years. Academically trained in printmaking, he didn't limit himself to one craft; effortlessly jumping from pen to pencil, to watercolour, oil, lithograph, woodcut, acrylic, and even digital. He is known to have a special talent in finding his materials in the most unlikely places – sometimes even among industrial and household scrap. He transferred this flexibility to diversify into other avenues of expression: writing (poetry, prose, or blogs), illustrations, book covers, posters and banners, advertisements, whatever interested his curious mind.

While most of his conventional artistic pursuits remained without a commercial objective (a significant chunk of his artworks has never been seen by anyone other than the artist himself), Najib Tareque did not shy away from taking up professional stints in the industry. His era-defining work in creating newspaper art direction is recognized by many a veteran journalist. His business ideas - creating the first t-shirt magazine in the world, or creating the first art web portal in South-Asia – have later become case studies. Even in his rather

unusual job in a top multinational bank as the head of creative – where he was probably the only employee without a suit – he managed to create a full-blown art gallery inside a branch of the bank; another example of bringing his art to everywhere. While Najib is not a household name in the mass art scene, he has a quiet base of followers amongst the more serious art enthusiasts. His works have made ways to different collectors' walls across the spectrum over the years, at least to the extent he has allowed his work to trickle out of his studio and into the wider world.

Najib credits a lot of his work to his curious mind, his early exposure to the political thinking and to the magic of world art, and to his lack of ambition (at least in a traditional sense). He loves to spend lazy solitary time in his residence cum studio. Sometimes in deep thoughts, other times just enjoying a Tamil movie on television. He is a prolific creator but a highly reserved exhibitor. Printmaking remains one of his favourite pastimes, and perhaps his original passion.